দৈনিক ইত্তেফাক

32

তারিখ ... ... APR 13 2000 ...
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৬

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় সমীপে

আমরা জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ১৯৯৪-৯৫ শিক্ষাবর্ষে প্রথম ব্যাচ হিসাবে '৯৫ সালে এমএসসি শেষপর্ব পরীক্ষায় ব্যবহারিক সম্বলিত বিষয়ে অংশগ্রহণ করিয়াছি। ফলাফল প্রকাশের পর অকৃতকার্য হইয়াছি দেখিয়া বিস্মিত হই। বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগাযোগ করিয়া অকৃতকার্য হইবার কারণ জানিতে পারি। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সংবিধানে উল্লেখ আছে, এমএ, এমএসএস, এমকম পরিক্ষার্থীদের তত্ত্বীয় ৫০০ নম্বরের মধ্যে পাস নম্বর হইল গড়ে ৩৬। এবং এমএসসি-তে ৬০০ নম্বরের মধ্যে পাস নম্বর হইল গড়ে ৩৬। অর্থাৎ ২১৬। এমএসসি ব্যবহারিক সম্বলিত বিষয়ের এই ৬০০ নম্বর দুইভাগে বিভক্ত। ৩০০ নম্বর তত্ত্বীয় এবং ৩০০ নম্বর ব্যবহারিক, মৌখিক, টিউটোরিয়াল ইত্যাদি। বিধানে উল্লেখ আছে [১৭ ক ও খ ধারা] ব্যবহারিক, মৌখিক, টিউটোরিয়াল ইত্যাদি ৩০০ নম্বরের পাস নম্বর ৪০। তত্ত্বীয় ৩০০ নম্বরের ক্ষেত্রে কোন পাস নম্বর উল্লেখ নাই। শুধু ১৬ নম্বর ধারায় বলা আছে, কোন তত্ত্বীয় পত্রে অকৃতকার্য নম্বর (২৫% এর কম) পাইলে উহা মোট নম্বরের সহিত গণ্য হইবে না। কিন্তু অনেক পরীক্ষার্থী ব্যবহারিক, মৌখিক, টিউটোরিয়াল ইত্যাদি ৩০০ নম্বরের মধ্যে ৪০%- এর বেশী নম্বর পায়। আমি তত্ত্বীয় ৩০০ নম্বরে ১০৬ এবং ব্যবহারিক, মৌখিক, টিউটোরিয়াল মিলিয়া মোট ৩১৫ নম্বর পাই। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের মতে, যে সব পরীক্ষার্থী তত্ত্বীয় ৩০০ নম্বরে ১০৮ নম্বর পাইয়াছে তাহাদেরকে পাস করানো হইয়াছে এবং ইহা বিধানের কোথাও উল্লেখ নাই। আবার ১০৮ তত্ত্বীয় ৩০০ নম্বরের পাস নম্বর ধরা হইলে মোট পাস নম্বর হয় ২২৮, উহা গড়ে ৩৮%। এমতাবস্থায়, সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকট আকুল আবেদন এই যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের বিধান অনুসারে ফলাফল প্রকাশ করিয়া আমাদের দুঃশ্চিন্তা মুক্ত করা হউক।

রফিকুল আলম,
এম,সি, কলেজ, সিলেট।